12

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...0.6 NOV 1994 ... ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

## শিক্ষাঙ্গনে

### কোচিং সেন্টার কতটুকু সহায়ক

গত ২৫ অক্টোবর একটি দৈনিক পত্রিকায় "ইউনিভার্সিটি কোচিং সেন্টারের" একটি এ্যাডভারটাইজ দেখলাম, যেখানে তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা "পুরস্কার বিতরণ ও পুনর্মিলন '৯৪" অনুষ্ঠানে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে পুরস্কার দিচ্ছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার কৃতিত্বস্বরূপ, বিভিন্ন প্রকার পুরস্কার প্রদান করলে তাদের লেখাপড়ার উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনেক বেড়ে যায়। পুরস্কার যে কোন কাজের আগ্রহ বাড়ায়; তবে প্রথমে সেটার ক্ষেত্র বিচার করতে হবে যে, সে পুরস্কারের ফল কতটুকু কল্যাণকর হতে পারে। কোচিং সেন্টার থেকে দামী দামী পুরস্কার মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের সেখানে পড়ার আগ্রহ বাড়ায় এবং যারা সেখানে পড়ে তাদের মধ্যেও লেখাপড়ার প্রতিযোগিতা হয়। এতক্ষণ যা বললাম তা প্রাসঙ্গিক কথা, এবার আসল কথায় আসি। আমার কোচিং সেন্টার নিয়ে উদ্বেগের কারণ হলো ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা সাহেবের উপস্থিতিতে যেখানে সরকারের উচিত এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া সেখানে তারা নিশ্চিন্তে, উৎসাহ দিচ্ছেন। আজকাল আমাদের মনে এমন বদ্ধমূল ধারণার জন্ম নিয়েছে যে, প্রাইভেট পড়া, কোচিং সেন্টারে পড়া ছাড়া আমরা পরীক্ষায় পাস করার আশাই করতে পারি না। আসলে সম্ভবও নয়। কারণ, স্কুল-কলেজে আজকাল যা ক্লাস হয় এবং যা পড়ানো হয় তাতে জটিল বিষয়গুলো বিশেষ করে অংক, ইংরেজী, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে পাস করা ও ভাল নম্বর পাওয়াটা দুরহ ব্যাপার। এ অবস্থায় সাধারণ অবস্থাসম্পন্ন পিতা-মাতার দুর্গতির সীমা নেই। তাদের অনেক কিছু ত্যাগ করে ছেলেমেয়ের প্রাইভেটের টাকা জোগাড় করতে হয়। প্রাইভেট পড়ে, কোচিং করে ভাল নম্বর পাওয়া যায় ঠিক, কিন্তু সেটা জ্ঞানের বিকাশে কতখানি সহায়ক তা ভেবে দেখা দরকার। লেখাপড়া আজকাল পণ্যসামগ্রী হয়ে গেছে যা, টাকা দিয়ে কেনা যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা নোটের আশায় বাংলা, ইসলামী শিক্ষা মনোবিজ্ঞান; ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরনীতি পর্যন্ত প্রাইভেট পড়ে এবং তা মুখস্ত করে পরীক্ষার খাতায় বমি করে দিয়ে আসে। ভাল ছাত্রের লেবেল গায় লাগাতে এবং ভাল নম্বর পেতে তাদের আর তেমন কোন পরিশ্রম করতে হয় না। এভাবে ছাত্ররা দিন দিন পরনির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছে নিজেদের চিন্তাশক্তির বিকাশ থেকে। পড়াশুনার পেছনে তারা খুব সামান্য সময় ব্যয় করে। বাকী সময় তারা টিভি, ভিসিআর দেখে, আড্ডা মেরে কাটায়, জড়িয়ে পরে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ-কর্মে।

মেহেদী হাসান,
দ্বাদশ মানবিক,
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।